MAR 30 2001

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ...

পরীক্ষায় নকলের টেকানক গাহড

গত মঙ্গলবার দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়, এসএসি
ও এইচএসসি পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের নকলের দিকে ঝুঁকিবার প্রধান কার
হইতেছে নকল করিবার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত 'টেকনিক গাইড' সিরিজের বই
সংবাদে জানা যায়, এক শ্রেণীর শিক্ষক নামধারী লোক পরীক্ষার্থীদের সর্বনা
করিবার অসৎ উদ্দেশ্যে ও অর্থ উপার্জনের জন্য টেকনিক গাইড লিখিয়া থাকে
লম্বায় চার ইঞ্চি এবং চওড়ায় তিন ইঞ্চি এহেন গাইডে ফটো কম্পোজে ছা
প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর অতি ক্ষুদ্র আকারের টাইপে মুদ্রিত থাকে যাহাতে পরীক্ষা
হলে নকলবাজদের লিখিতে সুবিধা হয়। অনুসন্ধানে আরও জানা যায়, প্রতি
বিষয়েরই টেকনিক গাইড আছে। এই সকল গাইড গোপনে ছাপাইয়া পরীক্ষা
পূর্বে বাজারে ছাড়া হয়।

সামাজিক অবক্ষয়ের ঘুণপোকা যে কিভাবে আমাদের নৈতিকতাকে দি
দিনে ঝাঁঝরা করিয়া ফেলিয়াছে ও শিক্ষাক্ষেত্রের দুর্নীতির চালচিত্র যে ক
অভিনব, উল্লেখিত সংবাদে তাহাই প্রকাশমান। ফিবছরই পরীক্ষার্থীকে নক
সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রে সন্ত্রাসী ও মাস্তান জাতীয় ব্যক্তির সমাবে
ঘটে। নকলের অধিকার দাবী করিয়া উহার জন্য আন্দোলন গড়িয়া তোল
কথাও শোনা যায়। এইবার এসএসসি পরীক্ষায় রাজেন্দ্র কলেজে যেরূপ নকে
মহোৎসব দেখা যায় এবং নকলের বিরোধিতা করায় কলেজ প্রাঙ্গণ যের
রণক্ষেত্রে পরিণত হয়, তাহাতে উদ্বিগ্ন না হইয়া পারা যায় না। অবশ্য রাজে
কলেজের পরীক্ষা বাতিল করা হইয়াছে। তাহাতে কিছুসংখ্যক ছাত্র নামধা
অপরাধীর জন্য নিরাপরাধ ছাত্রদিগের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে।

নকল বন্ধ করিতে হইলে কেবল ছাত্রদের উপর চাপ প্রয়োগ করিয়া তাহা ব
সম্ভব হইবে না। নকলবাজিতে এক শ্রেণীর অসাধু শিক্ষক, এমনকি অভিভাবক
অবদান রাখিতেছে। তাহাদিগকে কঠোর হস্তে দমন করিতে হইবে। এই প্রস
বলা আবশ্যক, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার নাকের ডগায় বসিয়া যাহারা ন
গাইডের রমরমা ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিয়াছে, তাহাদিগকে সমূলে উৎপাটন না করি
চলিবে না। রাজধানীর পুস্তক বিপণীতে নকলের গাইডগুলির প্রকাশকগণকে খুঁজি
পাওয়া যায় না, কারণ তাহারা ভুয়া নাম ঠিকানা ব্যবহার করে। কিন্তু নকল ক
জন্য মুদ্রিত ও প্রকাশিত বইগুলির সূত্র ধরিয়া যাহারা এই জঘন্য কার্যে লি
তাহাদিগকে পাকড়াও করা মোটেই কঠিন নহে। পুলিশ সংকল্পবদ্ধ হইলে এই
কার্যে নিয়োজিত চক্রকে কঠোর হস্তে দমন করা সম্ভব। ফৌজদারী আদাল
জামিন অযোগ্য আইনের মাধ্যমে তাহাদের শাস্তি হওয়া দরকার। প্রয়োজ
এতদসংক্রান্ত পুরাতন আইনের বদলে নূতন আইন তৈরী করিয়া এই অপতৎপর
প্রতিবিধান করিতে হইবে।

পরীক্ষায় নকল এক ধরনের চৌর্যবৃত্তি। ইহা কেবল রাষ্ট্র বা সমাজের
করে না, নকলবিদের ক্ষতি হয় আরও বেশী। সারা দেশে অধিকাংশ পরীক্ষা
নকল হওয়ায় পরীক্ষার মাধ্যমে অর্জিত মানের উপর আজকাল কাহারও আস্থা ন
এই অবস্থায় প্রকৃত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। বিজ্ঞা
চরম উৎকর্ষের কালে সারা বিশ্বে যেখানে মেধা ও মননের প্রবল প্রতিযো
চলিতেছে, সেখানে আমাদের নকলবাজ ছাত্র-ছাত্রীদের ঠাঁই নাই। এইভাবে
সম্পদ দুর্বল হইয়া পড়িলে উন্নত দেশগুলির পাশে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা
সত্যই কঠিন হইবে। এসএসসি কিংবা এইচএসসি পাবলিক পরীক্ষাসমূহের
এমনই দাঁড়াইয়াছে যে, উহাদের মান খোদ শিক্ষায়তনগুলিতেই গ্রাহ্য হয়
ভালো ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসএসসি ও এইচএসসি পাস করিবার পর
যাচাইয়ের জন্য আবার ভর্তি পরীক্ষা দিতে হয়। ইহাতেই বুঝা যায়, যে, পা
পরীক্ষার মান সম্পর্কে আস্থা কতখানি আছে।

নকল প্রতিরোধে বিকল্প পরীক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। বিকল্প প
ব্যবস্থা অনুযায়ী পরীক্ষার হলে সকল ছাত্র-ছাত্রীকে বই খুলিয়া পরীক্ষা দে
রীতি প্রচলন করার প্রস্তাব বিবেচনা করা যাইতে পারে। তবে ইহার জন্য
ব্যবস্থাকেও ঢালিয়া সাজানোর প্রয়োজন রহিয়াছে। জ্ঞানার্জন যাহাতে কেবল
বিদ্যায় পরিণত না হয়, তাহা নিশ্চিত করা আবশ্যক। প্রকৃত মেধাসম্পন্ন ছা
বাছাই করার প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করিয়া কিভাবে শিক্ষা ব্যবস্থাকে মানবসম্পদ উন্
হাতিয়ার হিসাবে গড়িয়া তোলা যায়, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উহার পদক্ষেপ গ্রহণ ক
পারেন। তবে পরীক্ষায় নকলের 'টেকনিক গাইড' প্রকাশের মূল হোতাদের
করিতে আশু ব্যবস্থা লওয়ার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। নকলের গাইড প্রকাশকগণ
শিক্ষা ব্যবস্থার শত্রু নহে, তাহারা সমাজের তথা জনগণের শত্রু।